ei¸bv †cŠimfv

বরগুনা নামের ইতিহাসের সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য পাওয়া না গেলেও জনশ্রুতি থেকে জানা যায়, উত্তরাঞ্চলের কাঠ ও অন্যান্য ব্যবসায়ীদের এই অঞ্চলে এসে খরস্রোতা খাকদোন নদী অতিক্রমের সময় অনূকুল প্রবাহ বা বড় গোনের জন্য এখানে অপেক্ষা করতে হতো। ফলে এ স্থানের নাম হয়ে যায় ‘বড় গোনা’। আবার কারো কারো মতে, স্রোতের বিপরীতে গুন (দড়ি) টেনে নৌকা অতিক্রম করতে হতো বলে এ স্থানের নামকরণ করা হয় বরগুনা। আবার কেউ কেউ বলেন, বরগুনা নামের কোন প্রভাবশালী রাখাইন অধিবাসীর নামানুসারে বরগুনা নামকরণ করা হয়। আবার কারো মতে বরগুনা নামের কোন এক বাওয়ালীর নামানুসারে এ স্থানের নামকরন করা হয় বরগুনা। প্রশাসনিক সুবিধার জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে বিষখালী নদীর তীরে ফুলঝুড়িতে একটা অস্থায়ী পুলিশ ফাঁড়ি নির্মাণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৯০৪ সালে আমতলী থানা থেকে আলাদা করে বরগুনাকে একটি স্থায়ী থানা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৬৯ সালের পহেলা জানুয়ারী বরগুনা মহকুমা'য় রূপান্তরিত হয় এবং বেতাগী, বামনা, পাথরঘাটা, আমতলী ও বরগুনা সদর থানা এই মহকুমায় অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৭৩ সালের ২৩শে জুলাই বরগুনা পৌরসভা “গ” শ্রেণীতে প্রতিষ্ঠিত হয়, ১৯৯৫সালে, “খ” শ্রেণীতে এবং ১৯৯৯ সালে “ক” শ্রেণীতে উন্নিত হয় । পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী বরগুনা মহকুমা জেলায় রূপান্তরিত হয়। ফসলের মাঠ, গাছ-গাছালি, নদী-নালা আর সমুদ্র সৈকত নিয়ে এক অপার সৌন্দর্যমন্ডিত জেলা বরগুনা। প্রাকৃতির রূপবৈচিত্রে বরগুনা জেলা নানা দিক থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। পদ্মা এবং মেঘনার পলল ভূমি দ্বারা গঠিত বরগুনা জেলার একদিকে লবন পানি অন্যদিকে মিঠা পানির প্রবাহ। এর পূর্বে পটুয়াখালী ও পশ্চিমে পিরোজপুর, বাগের হাট এবং উত্তরে ঝালকাঠি জেলা ও দক্ষিণে, পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তির্ণ বঙ্গোপসাগর আর বরগুনা পৌরসভাটির অবস্থিতি জেলা সদরে। বরগুনা পৌরসভার উত্তর পার্শ্বে খাকদোন নদী প্রবাহিত হয়েছে। খাকদোন নদী বরগুনা জেলার ঐতিহ্যবাহী নদী। এ নদী দিয়ে একসময় বড় বড় স্টিমার, দোতলা লঞ্চ যাতায়াত করত। নদীতে ছিল প্রচুর কুমীরের বাস। কালের স্রোতে এ নদী এখন ভরাট হয়ে গেছে, তবে নদীটি খনন করে দক্ষিণ ও উত্তর পার্শ্বে সৌন্দয্য বর্ধণকরে বরগুনা পৌরসভাকে একটি পর্যটন নগরী হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব।